যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

রাজনৈতিক প্রভাবে ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মিন্টুর চিঠিতে সৃষ্ট নীতিমালা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান ও উন্নয়ন সাহায্য প্রদানে অনিয়ম, বৈষম্য ও দলীয়করণের অভিযোগ এনে প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন এফবিসিসিআই'র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুল আউয়াল মিন্টু। এ

শিরোনাম : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

ব্যক্তির নামে : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অনিয়মের বিষয় অনুসন্ধান করাসহ অনুদান প্রদানে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সমন্বিত স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় অনুদান না দিয়ে যারা ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন, তাদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও এফবিসিসিআই'র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুল আউয়াল মিন্টু গত ৪ মার্চ ব্যক্তিগতভাবে প্রধান উপদেষ্টাকে দু'পাতার একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এ চিঠির মূল বক্তব্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং অনুদান বা উন্নয়ন সাহায্য বিতরণ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত নগ্নভাবে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। রাজনীতিবিদ হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাদের নামে বা তাদের পিতা-মাতার নামে স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যক্তিগত নামকরণের জন্য শিক্ষা দফতরের নিয়মানুযায়ী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এককালীন অনুদান দেয়ার কথা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওতঃকরের ফাঁকি দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়কর নথি দেখলেই তা পরিষ্কার হবে।

আবদুল আউয়াল মিন্টু তার চিঠিতে আরও জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন কর্মসূচির নামে প্রতি জেলায় যে টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় তার বেশি অংশই তাদের (রাজনীতিবিদ) ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেয়া হয়। ফলে ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বা তাদের পিতা-মাতার নামে দেশের আনাচে-কানাচে যে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়েছে তার নামকরণের যৌক্তিকতা ও পরিচালনা সম্পর্কেও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। এ পর্যায়ে তিনি শিক্ষা খাতে উন্নয়ন বরাদ্দগুলোয় উপজেলাভিত্তিক সমতা বজায় রেখে বরাদ্দ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আবদুল আউয়াল মিন্টুর এ চিঠির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গত ৬ মার্চ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়। পরে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। সোমবার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদারের সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুদানে স্বচ্ছতা আনার জন্য বৈঠক থেকে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। এ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১৪ এপ্রিল পুনরায় বৈঠকে বসে নীতিমালার খসড়া পর্যালোচনা করবে।